

# **া** মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬০০৭

পর্ব-৩০: মান-মর্যাদা (كتاب المناقب)

পরিচ্ছেদঃ প্রথম অনুচ্ছেদ - সাহাবায়ি কিরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

الفصل الاول (باب مَنَاقِب الصَّحَابَة)

### আরবী

عَن أبي سعيد الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَ أَخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَحَدُهِمْ وَلَا نصيفه» . مُتَّفق عَلَيْهِ

متفق عليم ، رواه البخارى (3673) و مسلم (222 / 2541)، (6488) ـ مُتَّفق عَلَيْهِ)

#### বাংলা

৬০০৭-[১] আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন: তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালমন্দ করো না। কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহর পথে খরচ করে, তবুও তাঁদের মর্যাদার এক মুদ কিংবা অর্ধ মুদ (যব গম খরচ)-এর সমান সাওয়াব পৌছতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

### ফুটনোট

সহীহ: বুখারী ৩৬৭৩, মুসলিম ২২১-(২৫৪০), ২২২-(২৫৪১), তিরমিয়ী ৩৮৬১, আবৃ দাউদ ৪৬৫৮, ইবনু মাজাহ ১৬১, সহীহুল জামি' ৭৩১০, সিলসিলাতুস সহীহাহ ১৯২৩, মুসনাদে আহমাদ ১১০৯৪, মুসনাদে আবদ ইবনু হুমায়দ ৯১৮, আবৃ ইয়া'লা ১০৮৭, সহীহ ইবনু হিবান ৭২৫৩, শু'আবৃল ঈমান ১৫০৮, আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ৮৩০৮, আল মু'জামুল কাবীর লিত্ব ত্বারানী ৩০৩, আল মু'জামুস সগীর লিত্ব তবারানী ৯৮২, আল মু'জামুল আওসাত্ব ৬৮৭।

### ব্যাখ্যা



ব্যাখ্যা: (﴿ يَسُبُّوا أَصْحَابِي) হাদীসের শানে অরুদ: রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর দু'জন প্রসিদ্ধ সাহাবী খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এবং 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ -এর মধ্যে কোন বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। এক পর্যায়ে খালিদ ইবনু ওয়ালীদ (রাঃ) 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-কে গালি দেয়। তখন রাসূল (সা.) সাহাবীদেরকে গালি না দেয়ার ব্যাপারে এ কথা বললেন। এখানে(أَصْحَابِي) দ্বারা মুরাদ হলো বিশেষ কজন সাহাবী যারা ইসলাম গ্রহণে সাবিকীনও অগ্রগামী ছিলেন। অথবা (أَصْحَابِيُ) দ্বারা উদ্দেশ্য সে সব বিদ্আতী যাদের পরবর্তীতে আগমন ঘটবে এবং তারা সাহাবীগণকে গালি দিবে যা নবী (সা.) নূরে নুবুওয়্যাত দ্বারা আগত হয়েছিলেন। ইমাম সুয়ুত্নী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন এখানে সাহাবীদেরকে খিতাব করা হয়নি। বরং ব্যাপক আকারে উম্মতের সবাইকে খিতাব করা হয়েছে।

মুসলিমের শরাহতে বলা হয়েছে, সাহাবীদের গালি দেয়া সবচেয়ে বড় কাবীরা গুনাহ। কিছু কিছু মালিকী মাযহাবের 'আলিম বলেছেন, যে গালি দিবে তাকে হত্যা করতে হবে। কাযী ইয়ায (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, সাহাবীদের গালি দেয়া কাবীরাহ গুনাহ। কোন কোন 'আলিম বলেছেন, শায়খায়ন তথা আবূ বাকর ও 'উমার (রাঃ)-কে যে গালি দিবে তাকে হত্যা করা আবশ্যক।

"আল আশবাহ ওয়া নাযায়ির" গ্রন্থের লেখক যায়ন ইবনু নাজিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কাফির যদি দুনিয়ায় তার কুফরীর কারণে তাওবাহ্ করে তবে তা কবুল হয় কিন্তু যেই কাফিররা নবী ও সাহাবীদের গালি দিবে তাদের তাওবাহ্ কবুল হয় না। তিনি আরো বলেন কেউ যদি আবূ বাকর এবং "উমার (রাঃ)-এর ওপর 'আলী (রাঃ) - এর মর্যাদা বর্ণনা করে তাহলে সে বিদ্আত করল। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

(اَلْمُصَافَحَةِ) ইমাম বুরকানী (রহিমাহুল্লাহ)(الْمُصَافَحَةِ) গ্রন্থে "আবূ বাকর ইবনু 'আইয়্যাশ থেকে" এই সূত্রে (کُلَّ يَوْم) অংশটুকু বৃদ্ধি করেছেন। আর তিনি বলেছেন, এটা উত্তম বৃদ্ধি।

ইমাম খত্বাবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: এ কথা বলার উদ্দেশ্য হলো মর্যাদা এবং প্রকারতা। ইমাম বায়হাকী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: হাদীসের তৎপর্য হলো এই যে, কোন সাহাবী যদি এক মুদ অথবা অর্ধ মুদ পরিমাণ খাদ্য আল্লাহর রাস্তায় সদাকাহ করে, তাহলে সেই সদাকাহ্ সমপরিমাণ হবে না যদিও সাধারণ কোন মুসলিম উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে। এই মর্যাদা পার্থক্যের কারণ হলো সাহাবীদের ইখলাস এবং বিশুদ্ধ নিয়্যাত সবার চাইতে বেশি ছিলেন। (ফাতহুল বারী ৭)

মিরকাতুল মাফাতীহে বলা হয়েছে, ইসলামের পতাকা উডিডন করার জন্য সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত কম হওয়ার পরেও বৃহৎ প্রয়োজনের স্বার্থে তাদের এই সদাকাহ এবং ত্যাগ অনেক কল্যাণ ও বরকত অর্জনের কারণ ছিল, বিধায় তাদের সদাকার এত মর্যাদা।

ইমাম ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, সাহাবীদের অত্যধিক মর্যাদার পিছনে কারণ ছিল তাদের দান সদাকাহ্। মহান আল্লাহ সূরাহ্ আল হাদীদ-এর ১০ নং আয়াতে বলেন,

(لَا يَس اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



## হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন